রুমি'স লিটল
বুক অব উইজডম

মরিয়ম মাফি

অনুবাদ
আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

আমার প্রিয় ভাগনে
হাসান ইকবাল ওয়ামি

ভূমিকা

কেউ যদি অনলাইনে “রুমি” লিখে কিছু জানতে চান, তাহলে বিভিন্ন ভাষায় এই মনীষীর ওপর লক্ষ লক্ষ সাইটের লিঙ্ক সামনে চলে আসে। এসব সাইট ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফারসি কবি জালালুদ্দিন রুমির উদ্দেশে নিবেদিত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতি ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে, যা যেকোনো সেলিব্রিটি বা জননন্দিত ব্যক্তির জন্য ঈর্ষার কারণ। শুধু ইংরেজি ভাষায় রুমির ওপর অসংখ্য সাইট সাক্ষ্য দেয় যে রুমির দর্শন এবং তাঁর প্রেমভাবের কবিতার অনুসারী ও ভক্তের সংখ্যা বিশ্বব্যাপী বেড়েই চলেছে। এমনকি যারা জীবনের কঠিন সময় অতিক্রম করছেন, তারাও রুমির কথা ও বিশ্বাসে প্রশান্তি ও নৈতিকতার সন্ধান করেন। অনাকাঙ্ক্ষিত সংকট, মহামারি, সহিংস ঘটনা এবং মানব-সৃষ্ট অন্যান্য বিপর্যয়ে মানুষের সাধারণ জীবন যখন এলোমেলো হয়ে পড়ে, তখন আরও অধিকসংখ্যক মানুষ এই মহান দার্শনিক, অতুলনীয় ওস্তাদ, জ্ঞানের আধার সুফির দিকে ফিরে তাকান পথের দিশা ও অনুপ্রেরণা লাভ করার আশায়। তারা রুমির দীর্ঘ বর্ণনামূলক কবিতা থেকে উদ্ধৃতিযোগ্য অংশ বেছে নিয়ে মুখে মুখে উচ্চারণ করেন এবং পরিচিতজনদের কাছে টুইট করেন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করেন। পাশ্চাত্যে রুমির জনপ্রিয়তা এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে গেছে যে, ম্যাডোনা রুমির কবিতা আবৃত্তি করেন, বিনোদন জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী দম্পতি বেয়োন ও জে-জেড (Beyoncé and Jay-Z) তাদের প্রিয় কবির নামে তাদের কন্যাদের নাম রেখেছেন “রুমি”। কে এই ব্যতিক্রমী প্রতিভাধর কবি, যিনি আটশ বছরের বেশি সময় আগে মধ্য এশিয়ায় জন্মগ্রহণ করে মানুষের হৃদয়ে আজও এত শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন? এবং কোন দেশ অথবা সংস্কৃতি নীতিগতভাবে তাঁকে তাদের নিজস্ব বলে দাবি করতে পারে?

জালাল আদ-দীন বলখি পাশ্চাত্যে “রুমি” নামেই পরিচিত, যার অর্থ “তিনি রুমের মানুষ”। তাঁর জন্মস্থান “রুম” ছিল রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব

প্রান্তে। তিনি তাঁর মুরিদ বা ভক্তদের কাছে "মাওলানা" অর্থাৎ "আমাদের ওস্তাদ" হিসেবে খ্যাত। তিনি ১২০৭ সালে পারসিয়ান-ইসলামি সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বর্তমান তাজিকিস্তানে ভাকশ (Vakhsh) প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, যে ভূখণ্ড আমু দরিয়ার একটি শাখানদীর তীরে অবস্থিত। তাঁর শৈশব কাটানোর ঐতিহাসিক স্থান সমরকন্দ ও বলখ যথাক্রমে বর্তমান উজবেকিস্তান ও আফগানিস্তানে অবস্থিত। তা সত্ত্বেও 'রুমির সংলাপ,' তাঁর কবিতা এবং ছন্দবদ্ধ সংগীত ফারসি ভাষায় লিখিত। তিনি তাঁর যৌবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন বর্তমান তুরস্কের কোনিয়ায়, যেখানে তাঁর সমাধি অবস্থিত। এসব বর্ণনা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যেকোনো দেশ বা সংস্কৃতি রুমির দান ও ঐতিহ্যকে তাদের একক বলে দাবি করতে পারে না। তিনি যথার্থই এক বিশ্বজনীন কবি ও দার্শনিক। ত্রিশটির অধিক ভাষায় তাঁর সৃষ্টির অনুবাদ হয়েছে এবং আরও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ফলে পৃথিবীজুড়ে নানা সংস্কৃতির মানুষের পক্ষে তাঁর রচনার গভীরতা ও সমৃদ্ধ কল্পনাকে উপভোগ করা সম্ভব হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বের পাঠক তাদের জীবন ও বিশ্বাসের ওপর রুমির উপদেশমূলক ভাবনাকে নিজেদের ভাবনায় পরিণত করছেন। রুমির কবিতা ও সংলাপে আধ্যাত্মিকতা ইসলামি বিশ্বে পরশপাথরের মতো বিরাজ করছে। তাঁর শিক্ষা মধ্যযুগে যেমন প্রযোজ্য ও আকর্ষণীয় ছিল, আজও তা সংগতিপূর্ণ ও মনোমুগ্ধকর হিসেবে বিবেচিত।

বিশ্বজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা গ্রন্থাগারগুলোতে রুমির রচনা এবং তাঁর সুফি দর্শনের ওপর তাত্ত্বিক আলোচনাসমৃদ্ধ অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন কনফারেন্সে আলোচনা ও বিতর্ক হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার ও কোর্সে রুমি নিয়মিত আলোচনার বিষয়। রুমি গবেষক মরিয়ম মাফি "দ্য লিটল বুক অব উইজডম"-এ আন্তরিকতার সঙ্গে ও তাঁর পাণ্ডিত্য দিয়ে রুমির রচনা থেকে জীবন-সঞ্চারী সেরা উদ্ধৃতিগুলো সংকলন ও ইংরেজিতে অনুবাদ করে বিপুল জনসমষ্টির কাছে রুমির বক্তব্যকে সহজ করে তুলে ধরেছেন। তাঁর সংকলিত "দ্য লিটল বুক অব মিস্টিক্যাল সিক্রেটস"-এ তিনি রুমির ওস্তাদ শামস তাবরিজির শিক্ষা ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের ওপর আলোকপাত করেছেন এবং তাঁর আরেকটি সংকলন "দ্য বুক অব রুমি: ১০৫ স্টোরিজ অ্যান্ড ফেবলস"-এ তিনি রুমির ছয় খণ্ডের বিশাল অতুলনীয় কাব্যগ্রন্থ "মসনবি" থেকে আধ্যাত্মিক কবিতাংশগুলোকে স্থান দিয়েছেন। "রুমি'স লিটল বুক অব উইজডম"-এ মরিয়ম মাফি জালালুদ্দিন রুমির অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত কাজ "ফিহি-মা-ফিহি" (এটি, এটি কী) এর প্রতি মনোনিবেশ করেছেন, যেটিতে রয়েছে রুমির বক্তৃতা, আলোচনা এবং লেখা ও

ইবাদতের জীবনের ওপর প্রতিফলন, যা রুমির অনুসারীরা ধারণ করেছেন। রুমির এই রচনার অর্থ ও শিরোনামের উৎস সম্পর্কে এখনো বেশ বিতর্ক রয়েছে।

গ্রন্থটি যদিও ফারসি ভাষায় লেখা, ওই সময়ের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রন্থের শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল আরবি ভাষায় আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটানোর জন্য; যার অর্থ "এর মধ্যে, এর মধ্যে কী"। বিভিন্ন সময়ে অনেক অনুবাদকের জন্য এই অস্পষ্ট শিরোনামের সমতুল্য সঠিক ইংরেজি শব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। তবে অনেকে এর অনুবাদ করেছেন: "এটি, এটি কী" (It is, what it is)। আবার অনেকে শুধু সাধারণ শিরোনাম "ডিসকোর্সেস অব রুমি" (রুমির সংলাপ) বেছে নিতেই পছন্দ করেছেন, যা থেকে বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহজে বোঝা সম্ভব। খ্যাতিমান জার্মান প্রাচ্যবিদ এবং ইসলামি ও সুফিবাদ গবেষক, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর অ্যানেমেরি শিমেল (Annemarie Schimmel-1922-2003) শিরোনামকে গ্রন্থের মূল চেতনায় ব্যাখ্যা করতে প্রাধান্য দিয়েছেন, যা এক ধরনের আধ্যাত্মিক সুযোগ— অবাঞ্ছিত বা আমন্ত্রণ ছাড়াই আগত অতিথিদের জন্য আহার্যের সাধারণ আয়োজন, যা যেকোনো সময়ে বা যেকোনো অবস্থায় গ্রহণ করা যেতে পারে। "ফিহি-মা-ফিহি"র প্রাথমিক লেখক-স্বত্বের কৃতিত্ব দেওয়া হয় জালালুদ্দিন রুমির বড় ছেলে সুলতান ওয়ালাদকে, যাকে সহায়তা করেন তাঁর পিতার ছাত্র ও মুরিদদের। নিবেদিতপ্রাণ এসব মুরিদ তাদের ওস্তাদ রুমির কণ্ঠে উচ্চারিত কথাগুলোতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ও যথাযথভাবে টুকে নেন বলে বিশ্বাস করা হয়। বিভিন্ন সমাবেশে তাঁকে যে প্রশ্নগুলো করা হতো, সেসব প্রশ্নের সকল উত্তর একইভাবে লিখে নেওয়া হতো, যেন এগুলো কোনো দরবেশতুল্য ব্যক্তির বাণী। রুমির কথা ও কাজের মধ্যে এখনো যা টিকে আছে, সেগুলো তাঁর সময়ে নিশ্চয়ই আরও বিশাল ছিল, যার সমষ্টি একটি ভূমিকা, সত্তর অধ্যায়ের কাহিনি, সংলাপ এবং তাঁর বিস্তারিত দর্শন ও ধ্যানধারণা, যা তিনি আনুমানিক ১২৬০ সাল থেকে ১২৭৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তেরো বছরে বলেছেন।

খ্যাতিমান ইরানি রুমি বিশেষজ্ঞদের অন্যতম এবং "ফিহি-মা-ফিহি"র সম্পাদক প্রফেসর বদিউজ্জামান ফরোজানফার (Badiozzaman Forouzanfar-1904-1970) বিশ্বাস করেন যে, মসনবির পঞ্চম খণ্ডের একটি পঙ্‌ক্তি গ্রন্থের "ফিহি-মা-ফিহি" নামকরণের অনুপ্রেরণা হতে পারে; যেখানে রুমি আফগানিস্তানের শহর গজনির দরবেশ শেখ মোহাম্মদ সর-রাজির কাহিনি বর্ণনা করেছেন। সেই কাহিনি অনুসারে এই সুফি শায়েখ দীর্ঘ সাত

বছর পর্যন্ত রোজা রাখেন, তিনি প্রতি সন্ধ্যায় শুধু কিছু আঙুরের পাতা চিবিয়ে তাঁর রোজা ভাঙতেন। সুদীর্ঘ সময়ে ধ্যান ও উপবাস তাঁর বোধকে এমন শানিত এবং অন্তর্দৃষ্টিকে এতটাই শক্তিশালী করে যে, তিনি দাবি করতেন, আল্লাহর যে ক্ষমতা ও মহিমা, যা প্রাকৃতিক জগতে বিস্তারিত প্রতিফলিত হয়, তা তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম। ঐশ্বরিক সত্তার সঙ্গে তাঁর নৈকট্যের এই বোধ সত্ত্বেও তিনি বেপরোয়ার মতো আরও আকাঙ্ক্ষা করতেন, তাঁর প্রভুর চেহারা দর্শন করার আশা পোষণ করতেন। একদিন অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত বোধ করে শায়েখ পর্বতে আরোহণ করে প্রভুকে ডাকতে শুরু করলেন, তাঁকে অনুনয় করলেন তাঁর মুখ দেখাতে এবং তা না হলে তিনি হতাশায় পর্বত থেকে নিচে লাফিয়ে পড়বেন বলে হুমকি দিলেন। একটি কণ্ঠ উত্তর দিলো যে, আল্লাহর উপস্থিতিতে যাওয়ার সময় এখনো তাঁর হয়নি এবং তিনি যদি পর্বত থেকে লাফিয়েও পড়েন, তাহলের তাঁর মৃত্যু ঘটবে না। এই উত্তরে নিরুৎসাহিত হয়ে শায়েখ খাড়া পর্বত থেকে লাফিয়ে পড়লেন। ঐশ্বরিক সত্তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি একটি গভীর জলাধারে পতিত হয়ে রক্ষা পেলেন। পানি থেকে উঠে তিনি আবারও সেই কণ্ঠ শুনতে পেলেন: "প্রথমে তুমি তোমার রোজা ভাঙো এবং শহরে ফিরে যাও; ধনবানদের কাছে সোনা আহরণে তোমার জীবন নিবেদন করো, যাতে আহরিত সোনা তুমি দরিদ্রদের দিতে পারো।"

জালালুদ্দিন রুমি কাহিনিটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: "ঐশ্বরিক সত্তা ও কৃচ্ছ্রসাধনকারীর মধ্যে বিনিময় হয় এমন অনেক প্রশ্ন ও অনেক উত্তর আছে এবং এই প্রশ্ন ও উত্তরের শক্তি দ্বারা বেহেশত ও পৃথিবী আলোকিত এবং সংলাপে সেসবই সংকলিত হয়েছে।" "ফিহি-মা-ফিহি", মূলত অলংকারপূর্ণ গদ্যে লিখিত, যেখানে মসনবিতে স্থান পাওয়া বেশ কিছু কাহিনির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা হলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর আনাতোলিয়ার সামাজিক ইতিহাস এবং সুফি-দরবেশ, পৃষ্ঠপোষকতা দানকারী ও তাদের অনুচরদের মধ্যে সম্পর্কের জটিলতা ও সূক্ষ্মতা তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটিতে রুমির কখনো নিরুদ্বিগ্ন, শান্ত-সমাহিত জীবনের মনোমুগ্ধকর দিকের পাশাপাশি আরেকটি স্বল্প জানা দিকও উঠে এসেছে যেমন, তাঁর শৈশবের আবাস খোরাসানে থাকাকালে যে অশ্লীল শব্দগুলো সেখানে সাধারণভাবে বলা হতো, কারও সঙ্গে তার বিবাদ হলে বা কোনো কারণে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে তিনি সেসব শব্দ ব্যবহার করতেন।

মরিয়ম মাফি তাঁর “রুমি’স লিটল বুক অব উইজডম” এ রুমির সূক্ষ্ম কৌতুক, তাঁর কথা বলার চমৎকার ধরন এবং তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ প্রেম ধারণ করেছেন। তাঁর নির্বাচিত ও অনূদিত রুমির দৈনন্দিন জীবনের কাহিনি আর কোথাও এত সুস্পষ্ট নয়– যেমন, তাজা সবজি-বিক্রেতা এক মহিলাকে কল্পনা করেন, যিনি সবজি-বিক্রেতার চেয়ে উন্নত জীবন কাটান। সবজি-বিক্রেতা মহিলার পরিচারিকাকে অনুরোধ করেন তার প্রেমপূর্ণ বার্তা মহিলার কাছে পৌঁছাতে। আরেকটি কাহিনিতে এক বাদশাহর কথা বলা হয়েছে, যিনি হরিণ শিকার করার সময় তাঁর শিকারের কাছ থেকে বিস্ময়কর শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়াও আছে এক হজযাত্রীর কাহিনি, যিনি মরুভূমিতে পথ হারিয়ে অপরিচিতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাদের ছেঁড়া তাঁবুতে গৃহীত ও তাদের যৎসামান্য খাবারে আমন্ত্রিত হওয়ার পর হজযাত্রী দম্পতিকে উপদেশ দেন যে তারা কীভাবে তাদের ভাগ্যের উন্নতি ঘটাতে পারেন। রুমির কাহিনির অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি দেখান যে, হজযাত্রীর দয়াশীল উপদেশকে দম্পতি তাদের একগুঁয়েমির কারণে ঈর্ষা বলে বিবেচনা করে। আরেকটি হচ্ছে, গ্রামের এক শিক্ষকের কৌতুকপূর্ণ কাহিনি, যিনি মনে করেন যে তিনি একটি ভেড়ার চামড়া পেয়েছেন, যেটি তাকে উষ্ণ রাখবে, কিন্তু তিনি দেখতে পান যে তিনি একটি ভালুককে আঁকড়ে ধরেছেন।

“ফিহি-মা-ফিহি”র কাহিনিগুলোতে বহু-সাংস্কৃতিক, বহুভাষিক ও বহুজাতিক বিশ্বকে তুলে ধরা হয়েছে, যে বিশ্ব বিস্ময়কর, অবসাদগ্রস্ত মানুষ এবং ভক্ত ও বন্ধু অধ্যুষিত। রুমির নিজস্ব পরোক্ষ আত্মজীবনীমূলক বর্ণনা, যা সমগ্র মসনবির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে এবং দিওয়ান-ই-শামস এর ভাবাবেশপূর্ণ ছন্দময় কবিতায় সংগৃহীত হয়েছে, সেসব কবিতা আমাদেরকে তাঁর জীবনের আবেগময় সম্পৃক্ততা সম্পর্কে ধারণা দেয়। তাঁর পরিবার সৌভাগ্যের অধিকারী ছিল যে তারা ১২১৬ সালে সপরিবারে পশ্চিম দিকে অভিবাসী হয় এবং পরবর্তীতে মোঙ্গলদের দ্বারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা শৈশবে কাটানো রুমির শহরগুলো থেকে পালাতে সক্ষম হয়। অতএব, আমরা যে রুমির কবিতায় তাঁর পিছুটান ও বিষাদের কথা পাই, তাতে কি অবাক হওয়ার কিছু আছে? এতে কি বিস্ময়ের কিছু আছে যে তাঁর গভীর অর্থবোধক শব্দগুলো এখনো অভিবাসী ও শরণার্থী এবং যারা তাদের ভূখণ্ড থেকে নির্বাসিত ও বিতাড়িত, তাদের বিক্ষত আত্মায় মলমের প্রলেপের মতো কাজ করে? নলখাগড়ায় তৈরি তাঁর ইরানি বাঁশির বিষাদের সুর, যার অপার্থিব দীর্ঘশ্বাস রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের ফিসফিসানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, যেখান থেকে রুমি ও তাঁর পরিবারকে বিতাড়ন করা হয়েছিল এবং প্রায়

তেরো বছর পর্যন্ত যাযাবর জীবন অতিবাহিত করার পর অবশেষে পরিবারটি বসতি স্থাপন করেছিল।

এইসব অকল্পনীয় আতঙ্কের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও রুমির প্রেমের সামর্থ্য, আনন্দোচ্ছ্বাস হারিয়ে যায়নি, অথবা তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি, যা তাঁর সকল লেখায় প্রতিফলিত—তা হ্রাস পায়নি। রুমির বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তির অনিবার্যতা হচ্ছে, আশার ওপর কখনো বিশ্বাস না হারানো। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, ভীতি থেকে আশা কখনো দূরে নয়: "আশা ছাড়া আমাকে একটি ভীতি অথবা ভয় ছাড়া আশা প্রদর্শন করো। দুটিই অবিচ্ছেদ্য।" এই সহজ শব্দগুলোই এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, কারণ আমাদের মিডিয়া-নির্ভর জীবনে আমরা প্রতিদিন মৃত্যু ও ধ্বংসের খবর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত। আমাদের প্রয়োজন রুমির দৃঢ় আস্থার সার্বক্ষণিক স্মরণ যে, শুধু ভয়কে পদানত করতে পারে শুধু আশা এবং মরিয়ম মাফি এই বার্তা সুস্পষ্টভাবে "রুমি'স লিটল বুক অব উইজডম"-এ তুলে ধরেছেন।

যারা রুমির রুমির সমাবেশগুলোতে উপস্থিত থাকতেন তারা শুধু তাঁর ছাত্র ও মুরিদ ছিলেন না, কোনিয়ার কসাই ও মুদি দোকানির মতো সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিত্তশালী ও ক্ষমতাবান ব্যবসায়ীর মতো স্থানীয় বাসিন্দাবৃন্দ, এমনকি সেলজুক আমির মঈনুদ্দিন পরয়ানেহ'র দরবারের পদস্থ উজিররাও থাকতেন। রুমির বাড়ি এমন একটি স্থান ছিল, যেখানে সামাজিক অবস্থান ও পদমর্যাদা, ধর্ম ও বিশ্বাস নির্বিশেষে সকলেই সমভাবে মেলামেশা করতেন। জালালুদ্দিন রুমির সুফি মজলিসে আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রেরণামূলক ও হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী। আগ্রহের বিষয়গুলো শুধু সুফিবাদ ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মতাত্ত্বিক, আচরণগত ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা হতো, যেসব সমস্যা মানুষকে সর্বত্র সমভাবে পীড়িত করে। অতীতে ওস্তাদের পাঠগুলো ছাত্রদের দ্বারা লিখে নেওয়া ও পরে গ্রন্থাকারে ব্যবহার করাই আচরিত রীতি ছিল এবং রুমির ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। তিনি মজলিসে বা পথ চলতে চলতে যে কথাগুলো বলতেন, তা সাধারণ আলোচনা হোক বা কবিতা হোক, ছাত্র ও মুরিদরা তা লিখে নিয়েছেন। রুমির বেশ কিছু সংখ্যক ঘনিষ্ঠ মুরিদ তাঁর কথা লিখে নেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষ ছিলেন, বিশেষ করে তাঁর বড় ছেলে সুলতান ওয়ালাদ। তারা একযোগে রুমির উচ্চারিত প্রায় সবকিছু ধারণ করেছেন,

এমনকি তিনি যখন ভাবাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে 'সামা' বা 'ঘূর্ণায়মান নৃত্যের' মাঝে উচ্চারণ করতেন সেসব লিখে নেওয়া হতো।

"ফিহি-মা-ফিহি" প্রচলিত অর্থে একটি ভূমিকা এবং প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে বিবরণমূলক বক্তব্যসহ কোনো গ্রন্থ নয়; বরং এটি রুমির জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত তাঁর মজলিসের আলোচনার চলমান বিবরণী, যা গ্রন্থিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। কথাগুলোর মধ্যে একটি উষ্ণ উপদেশমূলক সুর আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা কৌতুক মিশ্রিত হলেও বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে ব্যাপক ও গভীর। তা সত্ত্বেও বলতে হয়, কিছু কিছু শিক্ষা বেশ কঠোর, কারণ রুমিকে ওই সময়ের কঠোর শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়েছে—বিশেষ করে কিছু আগ্রহী ছাত্র যেহেতু তাঁর কাছ থেকে প্রতিবার নতুন কিছু শেখার আশা করত, তখন তাঁকে কঠোরতার আশ্রয় নিতে হতো। আমরা যখন "ফিহি-মা-ফিহি"তে বর্ণিত নিবিড় আলোচনার শিক্ষাগুলো আরও মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করি, তাহলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার শেকড় ইতোমধ্যে রুমির মহান সৃষ্টি 'মসনবি'র মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে সর্বোত্তমভাবে বিকশিত হয়েছে তাঁর সীমাহীন জ্ঞান।

এখানে তিনি বহু কাহিনির অবতারণা করেছেন, কোনো কোনোটি কৌতুকপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে হালকা ও কৃত্রিম— কিন্তু যখন কোনো তুচ্ছ বিষয় ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে তুলনা করা হয় তখন তা অত্যন্ত শিক্ষণীয়। তিনি তাঁর দীর্ঘ কাহিনিতে নিয়মিত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মর্মভেদী মন্তব্য করেছেন, এবং আমরা যা অনুন্ধান করি, তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে ঠিক সেই উত্তরটিই পাওয়া যায়। কেউ যখন গভীর মনোযোগে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির কথাগুলো পাঠ করার সময় কথাগুলোকে তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে দেবেন, তাঁকে হৃদয়ে স্বাগত জানাবেন, তখন তিনি তাঁর সীমাহীন জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবেন।

১

জীবনে তুমি কোথায় আছ এবং তোমার মনের অবস্থা কী তা কোনো ব্যাপার নয়। প্রেমে পড়ার মতো সাহসী হও এবং নিজেকেও ভালোবাসতে দাও! প্রেমই যখন তোমার অস্তিত্বের জগৎ, তখন জীবনে ও মৃত্যুতে তুমিই হবে ভালোবাসার পাত্র।

২

শব্দ শুধু একটি আবরণ; একজন মানুষ যে কারণে প্রকৃতপক্ষে আরেকজন মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা তাদের হৃদয়ে থাকে।

৩

একটি প্রদীপ বহন করার সময় তুমি আহাম্মকের মতো ভাবো : “এই বাতির সাহায্যে আমি সূর্যকে আরও ভালোভাবে দেখব।” কিন্তু সূর্য যখন তার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য প্রকাশ করে তখন একটি প্রদীপ কী কাজে আসে?

৪

সত্যের ওপর আমাদের কখনো আশা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তুমি যে পথ বেছে নাও সে পথে সত্যই তোমার একমাত্র নিরাপত্তা বর্ম; এবং তুমি যদি সেই পথে আদৌ না হাঁটার সিদ্ধান্ত নাও, তবুও তুমি কখনো আশা পরিত্যাগ করো না।

৫

তোমার অভিযোগের কোনো শেষ নেই। কোনোকিছুতে ভুল করার পর তুমি নিজেকে অপরাধী বলে ভাবছ। এখন তুমি ভালো কাজ করার মধ্য দিয়ে নিজেকে শুধরে নাও না কেন? তোমার দুর্বৃত্তসুলভ কাজগুলো হয়তো কখনো মহত্ত্বকে স্পর্শ করবে না; সেগুলো কেবল তোমাকেই আহত করবে। তুমি যদি যথাসময়ে আবারও তোমার সম্মান ফিরে পাও, তাহলে তোমার অনৈতিক কর্মগুলো ক্রমশ তোমার স্মৃতি থেকে ম্লান হয়ে যাবে।

৬

অবশেষে উন্মুক্ত সাগরে পৌঁছা খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার; কিন্তু এক সোরাহি সাধারণ পানির জন্য স্থিত হও।

৭

মানুষের মর্ম হলো আল্লাহর জ্যোতির্বিদ্যার গোলকের মতো। মানুষ যখন ঐশ্বরিক জ্ঞান দ্বারা আশীর্বাদ ধন্য হয় তখন আল্লাহ সেই গোলকের মধ্যে তাকিয়ে প্রতি মুহূর্তে নিজের সৌন্দর্যের প্রতিফলন দেখতে পান। এভাবেই আমরা যখন সত্যি সত্যি আমাদের জানতে পারি, শুধু তখনই আমরা আল্লাহকে জানি।

৮

যার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমার কোনো শব্দের প্রয়োজন পড়ে না, তার সঙ্গে আমি উচ্চকণ্ঠে কথা বলব কেন?